তথ্যবিবরণী                                                                         নম্বর : ৪৪৭৭

আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস্ ঢাকা আসরের শুভ উদ্বোধন

**নতুন সক্ষমতার স্বীকৃতি হলো আইসিপিসি**

**-- পররাষ্ট্র মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ কার্তিক (৮ নভেম্বর) :

কম্পিউটার প্রোগ্রামিং সমস্যা সমাধানের জন্য সারা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ‘আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকা’ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান আজ ঢাকার ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরা (আইসিসিবি) হলে অনুষ্ঠিত হয়।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি এবং আইসিপিসি-এর নির্বাহী পরিচালক ড. উইলিয়াম বি. পাউচার।

অন্যান্যের মধ্যে আইসিপিসির উপনির্বাহী পরিচালক ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস্ কনটেস্ট এর পরিচালক ড. মাইকেল জে. ডোনাহু, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস্ ঢাকার পরিচালক অধ্যাপক কামরুল আহসান এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এর নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন, ‘এই মর্যাদাপূর্ণ আইসিপিসি প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা সবার জন্য সহজ, সুলভ এবং ন্যায়সঙ্গত সমাধানসহ একটি সমৃদ্ধ ডিজিটাল বিশ্ব গঠনে বাংলাদেশের অঙ্গীকারের প্রতীক। তিনি বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে একটি নতুন বাংলাদেশ এবং এর অনেক নতুন সক্ষমতার স্বীকৃতি হলো এই প্রতিযোগিতা যেখানে ডিজিটালাইজেশনে রাষ্ট্রীয় নীতি এবং অগ্রাধিকারমূলক পদক্ষেপে নিহিত আছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের দীর্ঘমেয়াদি কল্যাণের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নকে সর্বদা উচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ‘বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন।’

প্রোগ্রামিংয়ের গুরুত্ব তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, এটি আমাদের বিশ্বকে উন্নত করতে সহায়তা করতে পারে। তিনি বলেন, প্রোগ্রামিং হবে ভবিষ্যতের ভাষা। প্রোগ্রামিং সংস্কৃতি, ভাষা এবং সমাজের মধ্যে ব্যবধান দূর করতে সহায়তা করতে পারে। তিনি আরো বলেন, এটি বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের মাধ্যমে স্পষ্ট। আমি বিশ্বাস করি যে প্রোগ্রামাররা আগামীদিনের সমস্যা সমাধানকারী।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ হলো দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ। আমরা আইসিটি ব্যবহার করে সকল খাতে উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রগতি লাভ করেছি। প্রতিমন্ত্রী সৃজনশীলতা, সহযোগিতা এবং সহ-নির্মাণের গুরুত্বও ব্যাখ্যা করেন।

আগামী ১০ নভেম্বর ২০২২-এ বসুন্ধরার আইসিসিবিতে ৪৫তম আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস্ অনুষ্ঠিত হবে৷ সারা বিশ্ব থেকে ১৩৭টি দল এই বছরের আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। প্রতিযোগিতাটি উদযাপন করতে ৭০টি দেশ থেকে এক হাজারের বেশি অতিথি ঢাকায় অবস্থান করছেন।

#

সহিদুল/এনায়েত/মোশারফ/সেলিম/২০২২/২২২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                         নম্বর : ৪৪৭৬

**শেখ হাসিনা আছেন বলেই সংস্কৃতি বেঁচে আছে**

**-- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

মৌলভীবাজার, ২৩ কার্তিক (৮ নভেম্বর) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আছেন বলেই বাঙালি সংস্কৃতি বেঁচে আছে। তিনি শুধু মূলধারার সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখেননি, দেশের ৪৯টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় ও বর্ণিল সংস্কৃতিকে রক্ষা করেছেন। এরই অংশ হিসেবে আজ মণিপুরী জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি সংরক্ষণের নিমিত্ত অসাধারণ শৈল্পিক স্থাপত্য নকশায় নির্মিত ভবনের উদ্বোধন করা হয়েছে। ১৮ কোটি ১৩ লাখ টাকা ব্যয়ে এ নান্দনিক স্থাপনা নির্মিত হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ বিকালে মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি মিলনায়তনে ‘মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি প্রশিক্ষণ সেন্টার, প্রশাসনিক ভবন, গেস্ট হাউস ও ডরমিটরি ভবন নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবুল মনসুর এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি উপাধ্যক্ষ ড. মোঃ আব্দুস শহীদ এমপি এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সদস্য অসীম কুমার উকিল এমপি।

প্রধান অতিথি বলেন, অসম্ভবকে সম্ভব করার অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার। কল্পনাও হার মানে যেখানে সেখানে তিনি সফল হন। সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, যতদিন শেখ হাসিনার হাতে থাকবে দেশ, পথ হারাবে না বাংলাদেশ।

উপাধ্যক্ষ ড. মোঃ আব্দুস শহীদ এমপি বলেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সারাবিশ্বে যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে, তার প্রভাব বাংলাদেশেও পড়েছে। সেজন্য প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক আমাদের সাশ্রয়ী হতে হবে, ভূমি পতিত রাখা যাবে না। তিনি বলেন, মণিপুরী সম্প্রদায়সহ এ অঞ্চলের সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রসারে একটি দৃষ্টিনন্দন অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে। এর পেছনে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী ও স্থপতিদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বাংলাদেশের পুনর্গঠনে প্রকৌশলীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবুল মনসুর বলেন, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য একটি দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। মণিপুরী নৃত্য, মণিপুরী সংস্কৃতি বাংলাদেশের সেই সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের একটি অংশ। বর্তমান সরকার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি সংরক্ষণে ২০১০ সালে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন প্রণয়ন করে। মণিপুরী ললিতকলা একাডেমিই প্রথম যার মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন ‘মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি প্রশিক্ষণ সেন্টার, প্রশাসনিক ভবন, গেস্ট হাউস ও ডরমিটরি ভবন নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মোঃ শামীম খান, মৌলভীবাজারের জেলা প্রশাসক মীর নাহিদ আহসান, মৌলভীবাজারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুদর্শন কুমার রায়, কমলগঞ্জ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক রফিকুর রহমান।

পরে মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিল্পীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

#

ফয়সল/এনায়েত/মোশারফ/সেলিম/২০২২/২১৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                         নম্বর : ৪৪৭৫

**বহুবিষয়ে অগ্রগতি নেই, তবে বিশ্বনেতৃবৃন্দের যোগদান আশাপ্রদ : শারম আল শাইখে তথ্যমন্ত্রী**

শারম আল শাইখ (মিশর) ৮ নভেম্বর :

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত থেকে বিশ্বরক্ষায় উন্নত দেশগুলোর প্রতিশ্রুতি, আন্তঃদেশীয় প্রাযুক্তিক সহযোগিতাসহ নানা ক্ষেত্রে তেমন অগ্রগতি না হওয়ার কথা তুলে ধরার পাশাপাশি এবার কপ-২৭ সম্মেলনে বহু বিশ্বনেতৃবৃন্দের যোগদানকে আশাব্যঞ্জক বলেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং পরিবেশবিদ ড. হাছান মাহমুদ।

মিশরের শান্তির নগর বলে খ্যাত শারম আল শাইখ শহরে ৬ নভেম্বর থেকে ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত চলমান বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনের ২৭তম আসরে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে যোগদানরত ড. হাছান মঙ্গলবার দুপুরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, এ বছরের সম্মেলনে পৃথিবীর বহু দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানরা অংশগ্রহণ করছেন, যেটি প্যারিসে, কোপেনহেগেনে হয়েছিল, কিন্তু গত কয়েকটি কপে হয়নি। এটি আশার কথা। কারণ রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানরা যখন অংশ নেন তখন গ্লোবাল কমিউনিটি বা বিশ্বসমাজ, পরিবেশকর্মী এবং আমাদের মতো হার্ড-ভিক্টিম বা সর্বাধিক ভুক্তভোগীদের কথা তাদের কানে যায়। ফলে গ্লোবাল রেসপন্স ডেলিভার করার বৈশ্বিক দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে একটা নতুন মোমেন্টাম বা গতি সঞ্চারিত হয়। এটি ভালো দিক।

একইসাথে পরিবেশবিজ্ঞানের শিক্ষক ড. হাছান বলেন, প্রতিটি কপ সম্মেলন থেকে অনেক আশা নিয়ে আমরা নিজ নিজ দেশে ফিরে যাই। যে আশার বাণীগুলো শোনানো হয়, সে অনুযায়ী পরবর্তী বছরে যে কাজগুলো হওয়ার কথা, সেগুলো যথাযথভাবে হয় না। এর সাথে নতুন অনুষঙ্গ যুক্ত হয়েছে, যেটি হচ্ছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। এখন ফোকাসটা অন্যদিকে চলে গেছে, অর্থনীতি একটা টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে।

‘জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি- এ বিষয়গুলো বহু আগে থেকে আলোচিত হচ্ছে কিন্তু বছরে একশ’ কোটি ডলার যা ক্লাইমেট ফান্ড হিসেবে দেওয়ার কথা ছিল, তা আশাই থেকে গেছে, আরো নানা ইস্যুতেও তেমন অগ্রগতি হয়নি’, উল্লেখ করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী।

হাছান মাহমুদ জানান, ‘আমাদের অন্যতম দাবি ছিল টেকনোলজি ট্রান্সফার। অর্থাৎ যেসব দেশে এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি নেই, সে সব দেশে প্রযুক্তি সরবরাহ করা। এ বিষয়েও তেমন অগ্রগতি নেই।’

ঢাকা থেকে সোমবার ৭ নভেম্বর শারম আল শাইখে এসে পৌঁছান মন্ত্রী। মূল সম্মেলনের পাশাপাশি ১০ ও ১১ নভেম্বর সেখানে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে যথাক্রমে খাদ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘বাংলাদেশের খাদ্য ব্যবস্থায় জলবায়ু সহনীয়তা’ ও ওয়াটার এইড সংস্থা আয়োজিত ‘দেশে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনের ওপর দুর্যোগজনিত ক্ষতি’ সেমিনার দু’টিতে যোগ দেবেন ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

উল্লেখ্য, মিশরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সামেহ শুকরি ৬ নভেম্বর উদ্বোধনী সাধারণ অধিবেশনে কপ-২৭ এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ২০১৫ সালের বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন কপ-২১ এ ১৯৬টি পার্টি স্বাক্ষরিত প্যারিস চুক্তি অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় করণীয়গুলো কার্যকর করাসহ বিশ্বকে পরিবেশ বিপর্যয় থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে অন্তত ১২০টি দেশের শীর্ষ নেতারা এ বছর শারম আল শাইখে মিলিত হচ্ছেন।

#

আকরাম/এনায়েত/মোশারফ/সেলিম/২০২২/২১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                         নম্বর : ৪৪৭৪

**৫জির মহাসড়ক দিয়েই ৫ম শিল্প বিপ্লব করব**

**-- টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ কার্তিক (৮ নভেম্বর) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, ৫ম শিল্প বিপ্লবের সংযুক্তির মহাসড়কের নাম ফাইভ-জি প্রযুক্তি। অন্যদিকে ডিজিটাল প্রযুক্তি হচ্ছে স্মার্ট বাংলাদেশের ভিত্তি। ডিজিটাল বাংলাদেশের ধারাবাহিকতায় স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি বাস্তবায়নের পথ বেয়ে আমরা ফাইভ-জি যুগে প্রবেশসহ ডিজিটাল সংযুক্তির মহাসড়ক গড়ে তুলছি। এই মহাসড়ক দিয়েই আমরা পঞ্চম শিল্প বিপ্লব করব।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় এক হোটেলে টেলিযোগাযোগ বিট সাংবাদিকদের সংগঠন টিআরএনবি ও মোবাইল অপারেটর রবি'র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ‘ফাইভ-জি প্রযুক্তি : সম্ভাবনা ও করণীয়’ বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

টিআরএনবি সভাপতি রাশেদ মেহেদীর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বিটিআরসি চেয়ারম্যান শ্যাম সুন্দর সিকদার, বিটিসিএল এমডি ড. রফিকুল মতিন এবং টিআরএনবি সাধারণ সম্পাদক মাসুদুজ্জামান রবিন প্রমূখ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ইনস্টিটিউট অভ্‌ বিজনেস স্টাডিজ) ড. খালেদ মাহমুদ। অনুষ্ঠানে টেলিটক, গ্রামীণফোন, রবি, বাংলালিংক, হুয়াওয়ে, ফাইভার এট হোম, আইএসপিএবি. মোবাইল হ্যান্ডসেট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসহ ফাইভজি প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণ ফাইভ-জি প্রযুক্তি বিষয়ে তাদের প্রস্তুতি সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরেন।

মন্ত্রী ফাইভ-জি নিয়ে বাংলাদেশ এগুচ্ছে উল্লেখ করে বলেন, আমরা ২০১৮ সালে ফাইভ-জি প্রযুক্তির পরীক্ষা সম্পন্ন করেছি এবং ২০২১ সালে বাংলাদেশ ফাইভ জি যুগে প্রবেশ করেছে। আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ফাইভ-জি ব্যবহারকারী তৈরি করা। মন্ত্রী ফাইভ-জি হোমনেটওয়ার্ক তৈরি, শিল্প বাণিজ্যে ফাইভ জি প্রয়োগ এবং কৃষি ও মাছ চাষে এর প্রয়োগে সচেতনতা তৈরির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আইএসপির জন্য একটিভ শেয়ারিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে বলেন. আমরা মোবাইল অপারেটরদের জন্য টাওয়ার শেয়ারিং চালু করেছি। ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। আমরা যা করছি তার গতি বাড়াতে হবে। সবাই বলছে ২০৩০ সালে ৬জিতে যাব। ৪র্থ শিল্প বিপ্লব আমরা অতিক্রম করেছি এখন আমাদের ৫ম শিল্প বিল্পবের প্রস্তুতি নিতে হবে।

ডিজিটাল প্রযুক্তি বিকাশের এই অগ্রদূত গ্রাহক সেবার মান উন্নত করতে মোবাইল অপারেটরসমূহের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, গ্রাহক গুণগত সেবার মান পাওয়ার অধিকার রাখে। গ্রাহক সেবা যদি উন্নত করতে না পারেন তাহলে গ্রাহক পাওয়া ও ধরে রাখা কঠিন হবে। ৪জি প্রযুক্তি গ্রাহক কত শতাংশ ব্যবহার করছে তা দেখতে হবে। সাধারণ মানুষের জন্য ৪জি সেবা প্রকৃত সেবা। ১ জানুয়ারি থেকে ৩জি সেট আমদানি ও দেশে তৈরি করা যাবে না।

তিনি বলেন, ৫জির জন্য পরিবেশটা তৈরি করেছি, গত মার্চে যে তরঙ্গ নিলাম করেছি তার শুধু দাম কমাইনি তা ৪জি ও ৫জিতে ব্যবহার করতে পারবে। ৫জি নিয়ে ব্যবসায়ীদের আগ্রহী করে তুলতে হবে। ৫জি প্রয়োগ করার বিষয়টিতে সবাইকে সচেতন করে তুলতে হবে। সামনের বছর ৫জি তরঙ্গ নিলাম করতে পারি. এ প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

বিটিআরসি চেয়ারম্যান শ্যাম সুন্দর সিকদার বলেন, সবাই ৫জির জন্য মানষিক প্রস্তুতি নিয়েছে এখন ইউস কেইস নিয়ে সার্ভে দরকার। কোথায় কবে ৫জি শুরু করা যায় তার জন্য প্লান করতে হবে। বিটিসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ রফিকুল মতিন বলেন, অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোকে ৫জিতে কানেক্ট করছি। আমরা চেষ্টা করছি ৫জি যখন আসবে তার সংযোগে যেন কাজ করতে পারি। সরকারের সকল কানেকটিভিট করে ফেলেছি, সরকারি হাসপাতালসহ অন্যান্য অফিসগুলোকেও কানেক্ট করা হয়েছে। সব অপারেটরদের সাথে আমরা একসাথে কাজ করছি এবং অবকাঠামো শেয়ারিং করা হলে আমরা এগিয়ে যাব।

#

শেফায়েত/এনায়েত/মোশারফ/সেলিম/২০২২/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                         নম্বর : ৪৪৭৩

**খাদ‍্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার পদক্ষেপ নিচ্ছে**

**-- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

বিরল (দিনাজপুর), ২৩ কার্তিক (৮ নভেম্বর) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী বলেছেন, বর্তমান সরকারের সময়ে খাদ‍্য নিরাপত্তার যে ঝুঁকির কথা বলা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কথাবার্তা। দেশের মধ‍্যে এক ধরনের আতঙ্ক তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমাদের দেশে যে পরিমাণ রিসোর্স আছে; সেটি আমরা পুরোপরি ব‍্যবহার করতে পারি নাই। যদি পুরোপরি ব‍্যবহার করতে পারি তাহলে খাদ‍্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা নয়; খাদ‍্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারব। বর্তমান সরকার সে পদক্ষেপ নিচ্ছে।

আজ দিনাজপুরের বিরল উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এনএটিপ ফেজ-২ প্রকল্পের ম্যাচিং গ্রান্ডের মাধ্যমে সিআইজি সদস্যদের মাঝে বকনা গরু ও পিকআপ ভ্যান বিতরণ এবং এলডিডিপি প্রকল্পের মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আফছানা কাওসার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

এ সময় অন‍্যান্যের মধ‍্যে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রেজওয়ানুল হক, বিরল উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র সবুজার আহমেদ সাগর এবং সাধারণ সম্পাদক রমাকান্ত রায় উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষিপ্রধান বাংলাদেশকে এবং কৃষিনির্ভর অর্থনীতিকে আরো বেশি গতিশীল করার জন‍্য কৃষি গবেষক ও শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার লক্ষ‍্যে কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণির মর্যাদা দিয়েছিলেন। কৃষিবিদরা শুধু বাংলাদেশের কৃষিকে এগিয়ে নিয়ে যাননি; তাদের গবেষণার ফলে আমরা বারোমাস সব ধরনের তরিতরকারি ও ফলমূল পাচ্ছি। ধানের উৎপাদন বিঘা প্রতি কয়েকগুণ বেড়ে গেছে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত‍্যার পর গবেষণা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গবেষণার জন‍্য অর্থায়ন করেছেন। আজকে তার ফল পাচ্ছি। বর্তমান সরকার কৃষি গবেষণাকে উৎসাহ দিচ্ছে। সরকার যোগাযোগ অবকাঠামোসহ সব ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ করছে। বিরলে যুব কমপ্লেক্স এবং স্টেডিয়াম নির্মাণ হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার নীরবে উন্নয়ন কাজ করে যাচ্ছেন।

পরে প্রতিমন্ত্রী বিরলে দুর্গাপুর কালিপূজা পরিদর্শন করেন।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/ সেলিম/২০২২/২০১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                         নম্বর : ৪৪৭২

**সাবেক পরিবেশ ও বন প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরীর মৃত্যুতে ভূমিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২৩ কার্তিক (৮ নভেম্বর) :

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী সাবেক পরিবেশ ও বন প্রতিমন্ত্রী, চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত সাবেক সংসদ সদস্য, চিটাগাং চেম্বার অভ্‌ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সাবেক সভাপতি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জাফরুল ইসলাম চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

মন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

#

নাহিয়ান/পাশা/রাহাত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/সেলিম/২০২২/১৮৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                         নম্বর : ৪৪৭১

**বান্দরবানে মহাপিণ্ড দান অনুষ্ঠানে দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা**

বান্দরবান, ২৩ কার্তিক (৮ নভেম্বর) :

বান্দরবান জেলা শহরে যথাযথ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত মহাপিণ্ড দান অনুষ্ঠানের প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করেছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মহাপিণ্ড দান অনুষ্ঠানে দেশ ও জাতির সুখ-শান্তি ও মঙ্গল কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

আজ বান্দরবান জেলা শহরের রাজগুরু বৌদ্ধ বিহার থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের এক বর্ণাঢ্য র‌্যালি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এ সময় তিন শতাধিক ভিক্ষু র‌্যালিতে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পিণ্ড দান করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী।

পিণ্ডদান অনুষ্ঠানে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নগদ টাকা, চাল, ফলমূল, মিষ্টি, মোমবাতি, আগরবাতি ইত্যাদি দান করা হয়। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা মাসব্যাপী কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠান পালন শেষে মানুষের আগামী দিনের সুখ-শান্তি প্রত্যাশা করে মহাপিণ্ড দান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে।

মহাপিণ্ড দান অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ক্য শৈ হ্লা, বান্দরবান জেলা প্রশাসক ইয়াছমিন পারভিন তিবরীজি, পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য ক্যসাপ্রু, সদস্য লক্ষ্মীপদ দাশ, সদস্য মোজাম্মেল হক বাহাদুর, পৌরসভার প্যানেল মেয়র সৌরভ দাস শেখর, বান্দরবান জেলার সাবেক সিভিল সার্জন ডা. অং সুই প্রু মারমা, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি বান্দরবান ইউনিটের সেক্রেটারি অমল কান্তি দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজুয়ান/পাশা/রাহাত/রফিকুল/আরাফাত/সেলিম/২০২২/১৮৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                         নম্বর : ৪৪৭০

**দুস্থ মহিলা ভাতা ও পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রমে শতভাগ নারীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে**

**-- আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্**

বরিশাল, ২৩ কার্তিক (৮ নভেম্বর) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা দুস্থ মহিলা ভাতা এবং পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রমে শতভাগ নারীকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমসমূহে নারী অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আজ বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার সেরালে বিভিন্ন পর্যায়ের নারী সংগঠকদের সাথে মতবিনিময়কালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেন, সমাজে নারী ও শিশু নির্যাতন কঠোরভাবে দমনে সরকার কার্যকর কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে। নারী ও শিশু নির্যাতনের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান করা হয়েছে। দুস্থ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি, দরিদ্র নারীদের জন্য মাতৃকালীন ভাতা ও খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচিসহ দশটি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। কোভিডকালীন ‘নির্যাতিত দুস্থ মহিলা ও শিশু কল্যাণ তহবিল’ হতে বিপুল সংখ্যক দুস্থ নারী ও শিশুদের অনুদান দেয়া হয়েছে।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ নারী সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে এলাকার সর্বস্তরের নারী ও শিশুদের কল্যাণে অধিকতর কল্যাণধর্মী কার্যক্রম গ্রহণের পরামর্শ দেন। এ ব্যাপারে তিনি সরকারের পক্ষ থেকে সার্বিক সহায়তার আশ্বাস দেন।

#

আহসান/পাশা/রাহাত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/সেলিম/২০২২/১৭৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর :৪৪৬৯

**সরকারি কর্মচারীদের অনিয়ম দুর্নীতি গ্রহণযোগ্য নয়**

**--তথ্য ও সম্প্রচার সচিব**

ঢাকা, ২৩ কার্তিক (৮ নভেম্বর):

সরকারি কর্মচারীদের আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় বলেছেন তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার। পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা, গতিশীলতা, দায়বদ্ধতা এবং সমন্বয়ের পাশাপাশি নারী সহকর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

আজ সচিবালয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর ও সংস্থাগুলোর প্রধানদের সাথে মতবিনিময় সভায় তথ্য ও সম্প্রচার সচিবএসব কথা বলেন। সভায় সংশ্লিষ্ট দফতর প্রধানরা নিজ নিজ সংস্থার চলমান কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন।

সচিব হুমায়ুন কবীর সভায় দপ্তরগুলোর কার্যক্রমের ওপর উপস্থাপনা দেখেন এবং কর্মক্ষেত্রে জনবলের স্বল্পতা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, দেশ ও মানুষের কল্যাণে তথ্যখাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেকের আন্তরিকতার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন জনগণকে উপকৃত করবে, দেশকে এগিয়ে নেবে।

মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা, দপ্তরগুলোর প্রধান ও প্রতিনিধিরা সভায় অংশ নেন।

#

আকরাম/পাশা/রাহাত/সঞ্জীব/রফিকুল/মাহমুদ/আরাফাত/লিখন/২০২২/১৭০৮ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর :৪৪৬৫

**চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ভূমিকা রাখবে মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি**

**--মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

খুলনা, ২৩ কার্তিক (৮ নভেম্বর):

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জনে সামনে রয়েছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কাজ করে যাচ্ছেন। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের প্রয়োজন দক্ষ ও মেধাসম্পন্ন জনসম্পদ। গর্ভাবস্থা থেকেই মা ও শিশুর পুষ্টি নিশ্চিত করতে সরকার মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি চালু করেছে। মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন হলে সরকার মেধাসম্পন্ন দক্ষ জনসম্পদ গড়ে তুলতে পারবে।

প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরা আজ খুলনা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর আয়োজিত মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির অবহিতকরণ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, শিশুর সুষ্ঠু শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও আবেগীয় বিকাশের জন্য শিশুদের জীবনের প্রথম আট বছর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে শিশুর শিক্ষা ও বিকাশের ভিত্তি রচিত হয়। শিশুর সঠিক প্রারম্ভিক বিকাশ মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, এ বছর থেকে ১২ লাখ ৫৪ হাজার মা ও শিশুকে তিন বছরের জন্য মাসে আটশত টাকা করে মা ও শিশু সহায়তা ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ২০২৬ সালের মধ্যে ৬০ লাখ মা ও শিশুকে এ সহায়তা প্রদান করা হবে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, জাতির পিতা সংবিধানে শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন করেন। দেশ স্বাধীনের পর পরই শিশুদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও শিশুর উন্নয়ন ও সুরক্ষায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন।

খুলনা জেলা বিভাগীয় কমিশনার মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরীর সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফরিদা পারভীন। এ সময় জাতীয় মহিলা সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবেদা সুলতানা, খুলনা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান তালুকদারসহ বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

**কিশোর-কিশোরী ক্লাব পরিদর্শন**

প্রতিমন্ত্রী আজ বাগেরহাটে নাগেরবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কিশোর-কিশোরী ক্লাব পরিদর্শন করেন। পরে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, সরকার দেশের সকল ইউনিয়ন ও পৌরসভায় আট হাজার কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন করেছে। এই ক্লাব কিশোর-কিশোরীদের বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্স প্রতিরোধ এবং রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের সচেতন করছে। কিশোর-কিশোরীরা ক্লাবে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন সৃজনশীল ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বাগেরহাট জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুর রহমানের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফরিদা পারভীন এবং মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

#

আলমগীর/পাশা/রাহাত/সঞ্জীর/রফিকুল/মাহমুদ/আরাফাত/লিখন/২০২২/১৬০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪৬৮

**জীবনের প্রথম ভোট নৌকায় দেয়ার আহ্বান সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর**

মৌলভীবাজার, ২৩ কার্তিক (৮ নভেম্বর) :

তরুণ প্রজন্ম ও নবীন ভোটারদেরকে জীবনের প্রথম ভোট নৌকায় দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ।

প্রতিমন্ত্রী আজ মৌলভীবাজার জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ও বাংলা একাডেমির সহযোগিতায় জেলা প্রশাসন মৌলভীবাজার আয়োজিত দুই দিনব্যাপী (৮-৯ নভেম্বর) ‘মৌলভীবাজার জেলা সাহিত্যমেলা ২০২২’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ আহ্বান জানান।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, নৌকা হচ্ছে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। আর তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির শিখরে রয়েছে। এ উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখতে আগামী নির্বাচনে তরুণ প্রজন্মের নৌকায় ভোট দেয়া জরুরি।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক জেলা পর্যায়ের সাহিত্যিকদের সৃষ্টিকর্ম জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রথম বারের মতো দেশের ৬৪ জেলায় সাহিত্যমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আগামী বছর উপজেলা পর্যায়ে সাহিত্যমেলা চালু করা হবে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল উপজেলায় সাহিত্যমেলা অনুষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন, মৌলভীবাজার সাহিত্য-সংস্কৃতি সমৃদ্ধ একটি জেলা। এ জেলায় দেশবরেণ্য কবি-সাহিত্যিকের পাশাপাশি অনেক জ্ঞানী-গুণী মানুষ জন্মগ্রহণ করেছেন যাদের অনেকেই জাতির পিতার সান্নিধ্য লাভ করেছেন। কে এম খালিদ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী লীলা নাগের জন্ম মৌলভীবাজার জেলায় যিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন-সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন তখন ৮৭৭ জন ছাত্রের বিপরীতে তিনি ছিলেন একমাত্র ছাত্রী। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীর সংখ্যা শতকরা ৪০ ভাগে উন্নীত হয়েছে। মৌলভীবাজার জেলার আরেকজন বিখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী যিনি রম্য সাহিত্য ও ভ্রমণ কাহিনী লিখে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। এ ধরনের বহু লেখক-সাহিত্যিকের জন্ম হয়েছে এ জেলার পবিত্র মাটিতে।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবুল মনসুরের সভাপতিত্বে ‘জেলা সাহিত্য মেলা মৌলভীবাজার ২০২২’ এর উদ্বোধন করেন সংসদ সদস্য নেছার আহমদ। অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচকের বক্তৃতা করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য অসীম কুমার উকিল। আরো আলোচনা করেন বাংলা একাডেমির পরিচালক নূরুন্নাহার খানম। সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মৌলভীবাজারের জেলা প্রশাসক মীর নাহিদ আহসান, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আলহাজ মিছবাহুর রহমান ও মৌলভীবাজার পৌরসভার মেয়র মোঃ ফজলুর রহমান।

#

ফয়সল/পাশা/রফিকুল/মাহমুদ/আরাফাত/রেজাউল/২০২২/১৭১৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪৬৭

**একনেক সভায় ৩ হাজার ৯৮১ কোটি ৯০ লাখ টাকার ৭টি প্রকল্প অনুমোদন**

ঢাকা, ২৩ কার্তিক (৮ নভেম্বর) :

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) প্রায় ৩ হাজার ৯৮১ কোটি ৯০ লাখ টাকা ব্যয় সংবলিত ৭টি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে সরকারি অর্থায়ন ৩ হাজার ৩৯২ কোটি ৩৩ লাখ টাকা, বৈদেশিক অর্থায়ন ৩২২ কোটি ২১ লাখ টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ২৬৭ কোটি ৩৫ লাখ টাকা।

প্রধানমন্ত্রী এবং একনেকের চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে আজ শেরে বাংলা নগরস্থ এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেকের সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ হলো: নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের “চট্টগ্রামের মিরসরাই ও সন্দ্বীপ, কক্সবাজারের সোনাদিয়া দ্বীপ ও টেকনাফ (সাবরাং ও জালিয়ার দ্বীপ) অংশের জেটিসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ” প্রকল্প; স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের “ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অঞ্চল-২ ও অঞ্চল-৪ এর ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক অবকাঠামোসহ অঞ্চল-২ ও অঞ্চল-৪ এর সার্ভিস প্যাসেজসমূহের উন্নয়ন” প্রকল্প; গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের “বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবন এলাকার বৈদ্যুতিক-যান্ত্রিক ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ অন্যান্য উন্নয়ন কাজ” প্রকল্প; সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের ২টি প্রকল্প যথাক্রমে “বারৈয়ারহাট-হেঁয়াকো-রামগড় সড়ক প্রশস্তকরণ (১ম সংশোধিত)” প্রকল্প এবং “নবীনগর-আশুগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন (জেড-২০৩১) (১ম সংশোধিত)” প্রকল্প এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের “দিনাজপুর অঞ্চলে টেকসই কৃষি উন্নয়ন” প্রকল্প এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের “চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত)” প্রকল্প।

এছাড়া ব্যয় ঠিক রেখে মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য অনুমোদিত প্রকল্পগুলো হলো: গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের “খুলনা শিপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)” প্রকল্প; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের “বরিশাল মেট্রোপলিটন ও খুলনা জেলা পুলিশ লাইন নির্মাণ (আন্তঃখাত সমন্বয়কৃত)” প্রকল্প; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের “শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজ স্থাপন (২য় সংশোধিত)” প্রকল্প ।

পরিকল্পনা কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান; কৃষিমন্ত্রী মোঃ আব্দুর রাজ্জাক; স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম; শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি; শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন; মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ. ম. রেজাউল করিম; ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীগণ সভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

সভায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, এসডিজি’র মুখ্য সমন্বয়ক, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সিনিয়র সচিব, সচিব এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শাহেদুর/পাশা/রফিকুল/মাহমুদ/আরাফাত/রেজাউল/২০২২/১৭১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪৬৬

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৩ কার্তিক (৮ নভেম্বর) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী সোমবার সকাল ৮টা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৪৮ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১ দশমিক ৭২ শতাংশ। এ সময় ২ হাজার ৭৯৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪২৬ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৮২ হাজার ৯৯৯ জন।

#

কবীর/পাশা/মাহমুদ/আরাফাত/রেজাউল/২০২২/১৬৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর :৪৪৬৪

**’৭২ এর সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলে এদেশে কেউ সাম্প্রদায়িক সংঘাত সৃষ্টি করতে পারবে না**

**--নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

কাহারোল (দিনাজপুর), ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন‍্য লড়াই এবং সকল ধর্ম বর্ণের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন‍্য সংগ্রাম করছেন। একটি অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম। আমাদের ’৭২ এর সংবিধান পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সংবিধান। যে সংবিধানে সকল ধর্ম-বর্ণের অধিকার দিয়েছিল। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত‍্যা করার পর আমাদের সে অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছিল। শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতার কারণে এদেশকে ধর্ম দিয়ে বিভক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে একমাত্র আওয়ামী লীগ।

প্রতিমন্ত্রী আজ দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলার কান্তনগরে রাজ দোবোত্তর এস্টেটের আয়োজনে শ্রী শ্রী কান্তজীউ মন্দিরে ঐতিহাসিক রাস উৎসব উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, যতদিন শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকবেন, ততদিন এদেশের সকল ধর্মের মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে পারবেন। ইতিপূর্বে ধর্মীয় উস্কানি দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা চালানো হয়েছে। বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালের সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলে এদেশে কেউ আর কোনো সাম্প্রদায়িক সংঘাত সৃষ্টি করতে পারবে না।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মনিরুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন‍্যান‍্যের মধ‍্যে বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য মনোরঞ্জন শীল গোপাল, দিনাজপুকুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) দেবাশিষ চৌধুরী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিএসবি) রেজওয়ানুল হক, দিনাজপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি স্বরুপ কুমার বকসী বাচ্চু, দিনাজপুর রাজ দেবোত্তর এস্টেটের এজেন্ট রনজিৎ কুমার সিংহ এবং বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক রতন সিং।

এর আগে প্রতিমন্ত্রী ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে মাসব্যাপী রাস মেলার উদ্বোধন করেন।

#

জাহাঙ্গীর/এনায়েত/সঞ্জীব/রফিকুল/মাহমুদ/আরাফাত/লিখন/২০২২/২০১৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                         নম্বর : ৪৪৬৩

**ডাক পরিষেবার ডিজিটাল রূপান্তরে যুক্ত হলো ডিজিটাল ডেলিভারি অবকাঠামো**

**--- ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর) :

পণ্য সরবরাহ অবকাঠামোর ডিজিটাল সল্যুশন ও ট্র্যাকিং সিস্টেম তৈরি করে দেশের বিভিন্ন স্থানের ডাকঘরের মাধ্যমে ডিজিটাল ব্যবসায়ের পরিসর বিস্তৃতির মাধ্যমে ডিজিটাল ইকো-সিস্টেম তৈরি করবে ই-পোস্ট। এই লক্ষ্যে আজ ঢাকায় ডাকভবনে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বারের উপস্থিতিতে ডাক অধিদপ্তরের সাথে ই-পোস্টের এ সংক্রান্ত এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মোস্তাফা জব্বার বলেন, ডাক বিভাগের সঙ্গে ই-পোস্টের সমঝোতা চুক্তি সই ডিজিটাল ব্যবসায় খাতে একটি টেকসই ইকো-সিস্টেম গড়ে তুলতে ডাক পরিষেবার ডিজিটাল রূপান্তরে যুক্ত হলো নতুন পালক-ডিজিটাল ডেলিভারি অবকাঠামো। এই চুক্তিটিকে ডিজিটাল কমার্স সম্প্রসারণে মাইলফলক উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, এর মাধ্যমে দেশের ই-কমার্স খাতের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো। এই চুক্তির মাধ্যমে ডাকঘরগুলোর সেবার ডিজিটাল রূপান্তরের ধারাবাহিকতায় প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষ কম খরচে ঘরে বসেই ডিজিটাল শপ থেকে কেনা পণ্য হাতে পাবেন। তিনি বলেন, এই সিস্টেমে দেশের ১০ হাজার পোস্ট অফিসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন হাবের মাধ্যমে পণ্য সরবরাহ করা সম্ভব হবে। স্বয়ংক্রিয় ট্র্যাকিং পদ্ধতিতে ক্রেতার পণ্য কোথায় আছে তাও সহজেই শনাক্ত করা সম্ভব হবে। প্রতিটি ডাক ঘরে ই-কমার্সের জন্য একটি আলাদা কর্নার থাকবে যেখান থেকে পণ্য শটিং, ট্র্যাকিং এবং দ্রুততম সময়ে ক্রেতার কাছে পণ্য পৌঁছে দেয়া হবে।

চুক্তিতে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ডাক অধিদপ্তরের পরিচালক এস এম হারুনুর রশীদ এবং ইপোস্ট সফটওয়্যারের পক্ষ থেকে মোহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহেদ তমাল সই করেন। চুক্তি অনুযায়ী দেশজুড়ে বিদ্যমান ডাক বিভাগের বিভিন্ন অফিসগুলোকে কেন্দ্র করে ই-কমার্সের সেবা সম্প্রসারণের ডিজিটাল সল্যুশন দেবে ই-পোস্ট সফটওয়্যার লিমিটেড। আর এই প্ল্যাটফর্মে অচিরেই যুক্ত হচ্ছে দেশের সর্ববৃহৎ ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম দারাজসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত ই-কমার্স সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান।

চুক্তি সই অনুষ্ঠানে ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ হারুন উর রশিদ অতিরিক্ত মহাপরিচালক (ডাক সার্ভিস) এস এম শাহাব উদ্দীন, দারাজ বাংলাদেশের চিফ অপারেটিং অফিসার ও ই-ক্যাব পরিচালক খন্দকার তাসফিন আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

#

শেফায়েত/এনায়েত/রফিকুল/আরাফাত/আব্বাস/২০২২/২০২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪৬২

**কেউ গৃহহীন থাকবে না**

**--জাহিদ ফারুক**

বরিশাল, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর):

পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক বলেছেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকলে এদেশে কেউ গৃহহীন থাকবে না। গৃহহীনদের তালিকা করে পর্যায়ক্রমে তাদের বাসস্থান তৈরি করে দেয়ার কাজ অব্যাহত রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথ অনুসরণ করে তাঁর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ দেশের অসহায় দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। বর্তমান সরকার অসহায় মানুষদের বাড়ি-ঘর নির্মাণ করে দিচ্ছে।

আজ বরিশাল নগরীর বান্দ রোডস্থ পানি উন্নয়ন বোর্ডের হাউজে শেখ রাসেল স্মৃতি মিলনায়তনে বরিশাল সদর উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অসহায় পরিবারের মাঝে ঢেউটিন ও আর্থিক অনুদানের চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকলে দেশের মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন হয়। প্রত্যেক ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। শহরের সকল সুবিধা পৌঁছে যাচ্ছে প্রতিটি গ্রামে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রচেষ্টায় দেশ এগিয়ে চলছে। তিনি বেঁচে থাকতে একটা মানুষও না খেয়ে থাকবে না।

বরিশাল সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ মনিজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ বরিশাল মহানগর শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক আলহাজ্ব মাহমুদুল হক খান মামুন, বরিশাল সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান মধুসহ বরিশাল জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা।

পরে প্রতিমন্ত্রী বরিশাল সদর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ অসহায় পরিবাবের মাঝে ঢেউটিন ও চেকবিতরণ করেন।

#

গিয়াস/পাশা/মোশারফ/মাহমুদ/আরাফাত/লিখন/২০২২/১৭১৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪৬১

**বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে অডিট এন্ড একাউন্টস এসোসিয়েশনের নবকমিটির শ্রদ্ধা নিবেদন**

ঢাকা, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর) :

বিসিএস অডিট এন্ড একাউন্টস এসোসিয়েশনের নবগঠিত কার্যনির্বাহী পরিষদ নেতৃবৃন্দ জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে তাদের যাত্রা সূচনা করেছে।

আজ ২০২৩-২০২৪ মেয়াদে এসোসিয়েশনের সভাপতি হিসাব মহানিয়ন্ত্রক মোঃ নূরুল ইসলাম ও মহাসচিব বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এস এম রেজভীর নেতৃত্বে সংগঠনের সদস্যরা রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবন চত্বরে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এসময় তারা বঙ্গবন্ধুর পরিবারের শহিদ সদস্যবর্গ এবং মহান ভাষা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের সকল শহিদের আত্মার শান্তি ও দেশের সমৃদ্ধির জন্য সমবেত প্রার্থনা করেন।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব উত্তম কুমার কর্মকার, পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক দেওয়ান সাইদুল হাসান, প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এএইচএম শামসুর রহমান, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের চিফ একাউন্টস এন্ড ফাইন্যান্স অফিসার মোঃ হাসিনুর রহমান প্রমুখ শ্রদ্ধা নিবেদন ও প্রার্থনাকালে উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গতকাল কাকরাইলের অডিট ভবন মিলনায়তনে এসোসিয়েশন সদস্যদের সর্বসম্মতিতে ৩১ সদস্যের এই নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হয়।

#

আকরাম/পাশা/সঞ্জীব/মোশারফ/আরাফাত/রেজাউল/২০২২/১৭৫৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪৬০

**এনসিটিবিতে ব্রেইল সেন্টার স্থাপন করার উদ্যোগ নেয়া হবে**

**--শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর) :

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এনসিটিবিতে ব্রেইল সেন্টার স্থাপন করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

আজ রাজধানীর সেগুন বাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে প্রতিবন্ধী মানুষের স্বাধীন জীবনযাত্রা কেন্দ্র-কৃষ্টির আয়োজনে প্রমিত বাংলা ব্রেইল নির্দেশিকার প্রয়োজনীয়তা ও আমাদের করণীয় শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, অঙ্ক ও বিজ্ঞান শিক্ষায় এখনো ব্রেইল সিস্টেমে কিছু সমস্যা রয়ে গেছে। সরকার এই সমস্যা সমাধানে চেষ্টা করবে। নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী নবম ও দশম শ্রেণিতে গ্রুপভিত্তিক বিভাজন থাকবে না। সে ক্ষেত্রে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের অবশ্যই অঙ্ক ও বিজ্ঞান পড়তে হবে। তিনি আরো বলেন, আমরা সকলেই হয়তো কোনো না কোনো কাজ করতে পারি না। শুধু যারা দেখতে পায় না তাদেরকে আমরা অন্য দৃষ্টিতে দেখি, যা মোটেই কাম্য নয়।

কৃষ্টির সভাপতি সাবরিনা সুলতানার সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম, ব্রেইল বিশেষজ্ঞ এবং বিশেষ ও সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষকবৃন্দ।

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, প্রতিবন্ধীদের করুণা করার প্রয়োজন নেই। তাদের সুযোগ দিলেই তারা অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

#

খায়ের/পাশা/মোশারফ/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/লিখন/২০২২/১৭১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪৫৯

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী রবিবার সকাল ৮টা থেকে আজ সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৫৪ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১ দশমিক ৭৯ শতাংশ। এ সময় ৩ হাজার ১১ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪২৬ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৮২ হাজার ৭৪৩ জন।

#

কবীর/পাশা/মোশারফ/আরাফাত/রেজাউল/২০২২/১৬৪৬ ঘণ্টা

**‍**তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪৫৮

**ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট প্রোগ্রাম নারীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে**

**-ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা**

ঢাকা, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর):

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট প্রোগ্রাম (VMB) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত দেশের গ্রামীন দুঃস্থ মহিলাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে একটি বৃহত্তর সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি। যা নারীদের খাদ্য, পুষ্টি ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা দূর করে আর্থিক স্বচ্ছলতা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, VWB এর উপকারভোগী অসচ্ছল, বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা নারী, যাদের পরিবারের নিয়মিত উপার্জনক্ষম সদস্য বা নিয়মিত আয় নেই এমন নারী। যারা ভূমিহীন ও নিজ মালিকানা জমির পরিমাণ ০.১৫ শতকের কম। এদের বয়স হতে হবে ২০ থেকে ৫০ বছর।যেসকল পরিবার দৈনিক দিন মজুর হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করে ও মাটির দেওয়াল অথবা পাটকাঠি বা বাঁশে তৈরি ঘরে থাকে, যে পরিবারে কিশোরী বা ১৫-১৮ বছর বয়সী মেয়ে, অটিজম অথবা প্রতিবন্ধি সন্তান এবং বিদেশ থেকে প্রত্যাগত অভিবাসী নারীরা অগ্রাধিকার পাবে।

প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরা আরো বলেন, দেশের ৬৪ জেলার ৪৯২ উপজেলায় সকল ইউনিয়নে এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে। VWB কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর কোন ইউনিয়ন, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরশনের অন্তর্ভুক্ত হলে উপকারভোগীদের চলমান খাদ্য সহায়তা ও প্রশিক্ষণ অব্যাহত থাকবে।

  মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরার আজ ঢাকায় সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে VWB কার্যালয়ে ২০২৩-২০২৪ চক্রের উপকারভোগী নির্বাচনের জন্য VWB MIS Web Portal এবং VWB App উদ্বোধন অনুষ্ঠানে একথা বলেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফরিদা পারভীন ও অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ ওয়াহিদ্দুজামানসহ এটুআই ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির প্রতিনিধিবৃন্দ।

 ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট প্রোগ্রামের কার্যক্রম উপস্থাপনায় জানানো হয়, উপকারভোগীগণ সঞ্চয় ব্যবস্থাপনার আওতায় প্রতি মাসে নিজ একাউন্টে দুইশত চল্লিশ টাকা সঞ্চয় জমা করবে। যা হবে ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রারম্ভিক মূলধন গঠন। সঞ্চয়কৃত অর্থ এবং প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে তারা দুই বছর   
পরে নিজেরাই ক্ষুদ্র ব্যবসার মাধ্যমে নিজেদের আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে পারবে। এর ফলে তারা আয় বর্ধক ও ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনার মাধ্যমে অর্থনীতিতে অবদান রাখতে সক্ষম হবে। দেশের অর্থনীতির মূল স্রোতধারায় VWB কার্যক্রমের এই ১০ লক্ষ ৪০ হাজার নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে।

#

আলমগীর/অনসূয়া/ পরীক্ষিৎ/সুমন/শাম্মী/ইমা/২০২২/ ঘণ্টা

**‍**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪৫৭

**সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে গণহত্যা জাদুঘরের ট্রাস্টি বোর্ডের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর):

গণহত্যা জাদুঘরের ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুনের নেতৃত্বে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যবৃন্দ আজ সকালে ঢাকায় সচিবালয়ে সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এর সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাতকালে জাদুঘরের ভবন নির্মাণ প্রকল্পটি দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যবৃন্দ প্রতিমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। সেই সঙ্গে গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনে অনন্য ভূমিকা রাখার জন্যও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ট্রাস্টি বোর্ডের অন্য সদস্যরা সহ-সভাপতি শিল্পী হাশেম খান, শাহরিয়ার কবির, অধ্যাপক ড. মো. মাহবুবর রহমান, লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বীর প্রতীক, অমল কুমার গাইন ও সম্পাদক ড. চৌধুরী শহীদ কাদের এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

ফয়সল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/সুমন/শাম্মী/ইমা/২০২২/১৩১৮ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪৫৬

**গণপ্রকৌশল দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৮ নভেম্বর ‌‘গণপ্রকৌশল দিবস-২০২২’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“গণপ্রকৌশল দিবস-২০২২’ ও ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি)-এর ৫২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি আইডিইবি’র সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ‘টেকসই উন্নয়নে নবায়নযোগ্য জ্বালানি’ অত্যন্ত সময়োচিত হয়েছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশের অবকাঠামো ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেন এবং গ্রামসহ সারাদেশে বিদ্যুতায়নের ব্যবস্থা করেন। জাতির পিতা ১৯৭৫ সালে বিদেশি তেল কোম্পানি শেল ওয়েল হতে ৫টি গ্যাসক্ষেত্র-তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ- ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন এবং বাংলাদেশে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ESSO Eastern Inc.-কে সরকারিকরণ করে জ্বালানি তেলের মজুত, সরবরাহ ও বিতরণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জাতির পিতার এই যুগান্তকারী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে দেশে জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন ঘটে।

জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আওয়ামী লীগ সরকার ‘রূপকল্প-২০৪১’ অর্জনে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান নিয়ামক হিসেবে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। আমাদের সরকারের বহুমাত্রিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা বেড়ে দৈনিক ২৫ হাজার ২৩৫ মেগাওয়াট হয়েছে। দেশের শতভাগ মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। আমাদের সরকারের সময়ে সুন্দলপুর, শ্রীকাইল, রূপগঞ্জ, ভোলা নর্থ ও জকিগঞ্জ নামে মোট ৫টি নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। ২০০৯ সাল হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত সময়ে ২১টি অনুসন্ধান, ৫০টি উন্নয়ন ও ৫৬টি ওয়ার্কওভার কূপ খননের ফলে দেশীয় উৎস থেকে গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১০০০ এমএমসিএফডি। জ্বালানি চাহিদা পূরণে আমরা পায়রা বন্দরে Floating Storage Regasification Unit (FSRU) স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছি এবং মাতারবাড়িতে দৈনিক ১০০০ ঘনফুট ক্ষমতার ১টি স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আমাদের সরকার জ্বালানি খাতকে আধুনিক ও ডিজিটালাইজড করার জন্য Enterprise Resource Planning প্রবর্তন এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্যাস ও কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধিতে সর্বাত্মক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

বিশ্বে আজ নানান কারণে জীবাশ্ম জ্বালানি প্রাপ্যতা হ্রাস ও পরিবেশে বিরূপ প্রভাবের বিষয়টি সকলকে ভাবিয়ে তুলছে। বিশ্বব্যাপী এখন জ্বালানি নিরাপত্তায় জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে এনে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়ন-প্রসার, জ্বালানির দক্ষ ব্যবহার ও উন্নয়ন, জ্বালানি সাশ্রয়ে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। চলমান ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধের প্রেক্ষিতে জ্বালানি তেলের ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধি এবং জ্বালানি চাহিদা ও যোগানে উন্নত-অনুন্নত প্রতিটি দেশকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে বিদ্যুতের নিরবচ্ছিন্ন সেবা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সকলকে সাশ্রয়ী হতে হবে।

আমি বিশ্বাস করি, আইডিইবি’র সদস্য প্রকৌশলীগণ টেকসই উন্নয়নে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নিরাপত্তায় সরকারের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবেন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে জাতির পিতার স্বপ্নের উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে জোরালো ভূমিকা রাখবেন।

আমি ‘গণপ্রকৌশল দিবস-২০২২’ ও আইডিইবি’র ৫২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

  বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/সুমন/শাম্মী/আসমা/২০২২/১১২০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৪৫৫

**গণপ্রকৌশল দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ৮ নভেম্বর ‘গণপ্রকৌশল দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

‘‘ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি)’র ৫২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ‘গণপ্রকৌশল দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে আমি আইডিইবি’র সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এবছর আইডিইবি’রপ্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও গণপ্রকৌশলদিবসের প্রতিপাদ্য ‘টেকসই উন্নয়নে নবায়নযোগ্য জ্বালানি’ বর্তমান প্রেক্ষাপটে যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সারাবিশ্বে বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে শুরু করে পরিবহণ, শিল্প কারখানাসহ অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। জীবাশ্ম জ্বালানি এখন শুধুমাত্র একটি ভোগ্যপণ্য নয় বরং কৌশলগত পণ্য হিসেবেও বিবেচিত হচ্ছে। তবে বর্তমানে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি চাহিদা বৃদ্ধির বিপরীতে জীবাশ্ম জ্বালানির প্রাপ্যতা হ্রাস এবং পরিবেশের ওপর এর বিরূপ প্রভাব গভীর চিন্তার বিষয়। জাতীয় সমৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়নের জন্য জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি, জ্বালানি সাশ্রয়ে কার্যক্রম গ্রহণ এবং নতুন সম্ভাবনাময় টেকসই জ্বালানির অনুসন্ধান করা খুবই জরুরি বলে আমি মনে করি।

দেশে শতভাগ বিদ্যুতায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে শহরের মানুষের ন্যায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীও এখন বিদ্যুতের সুবিধা পাচ্ছে। তবে কোভিড-১৯ মহামারি ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী জীবাশ্ম জ্বালানির অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির ফলে জাতীয় অর্থনীতি চাপের মুখে পড়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের সবাইকে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়ার পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব, সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী জ্বালানির উৎসের সন্ধানে মনোযোগ দিতে হবে। দেশের চলমান উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে ও উন্নয়নকে টেকসই রূপ দিতে মানবসম্পদ উন্নয়নের পাশাপাশি জ্বালানি নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি আশা করি, প্রকৌশল খাতের বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইডিইবি জনসচেতনতা সৃষ্টিসহ সবার জন্য নিরাপদ জ্বালানি নিশ্চিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

আমি আইডিইবি’র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও গণপ্রকৌশলদিবসের সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/ পরীক্ষিৎ/সুমন/শাম্মী/ইমা/২০২২/১০৫৩ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ